আমি তাহাকে অবশ্য এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব। ভোজ রাজার এই বাক্য শুনিয়া রাজপুত জাতি সিংহল নামে এক পুরুষ ধনুর্বিদ্যাতে অতি কুশল সে কহিল হে নরেন্দ্র এই বিপ্রের রক্ষার নিমিত্তে বিস্তর প্রয়াস করিব না আমি অল্প প্রয়াসেতে বিপ্রকে নীচে আনিতেছি কিন্তু ব্রাহ্মণ ভুজঙ্গবেষ্টিত ঐ বাহু আমাকে দর্শন করাউক তাহাতে বিপ্র ও সেই রূপ করিল। পরে ঐ রাজপুত ধনুকেতে নারাচাস্ত্রযোগ করিয়া এবং ঐ অস্ত্র কর্ণমূলপর্য্যন্ত আকর্ষন করিয়া ত্যাগ করিল এবং সর্পের মস্তক ছেদন করিল তাহাতে সর্পের শরীর ব্রাহ্মণের হস্তত্যাগ করিয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ সর্পের ফণা ত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগ ও স্ববশ হইয়া দেবালয়হইতে নামিলেন। রাজা ভোজ তাহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া ঐ রাজপুতকে স্বীকৃত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন এবং উত্তম বস্ত্র ও নানালঙ্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। কোন কবি তাহা দেখিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। যে সিংহল রাজপুত ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ এবং লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা লাভ করিয়া ভূপালকর্তৃক পূজিত হইল অতএব সুলক্ষ্য সুশিক্ষিত অস্ত্রবিদ্যা প্রভাবে কিং লাভ না করিতে

পারে অর্থাৎ রাজ্য প্রভৃতি অনেক উত্তম বস্তু লাভ করিতে পারে। ইতি শস্ত্রবিদ্যকথা সমাপ্তা।—

অথ শাস্ত্রবিদ্যকথা।—

যে পুরুষ অনেক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া এবং তাহার যথার্থ জানিয়া তর্কশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের পারগ হন তিনিই শাস্ত্র বিদ্যা বিষয়ে খ্যাত হন এবং লোক সকল তাঁহাকে শাস্ত্র বিদ্য কহে। তাহার উদাহরণ।—

উজ্জয়নী নগরীতে বিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন। কোন সময় এক ব্রাহ্মণ শিরোবেদনাতে ব্যগ্র হইয়া তাঁহার সভায় আসিয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ প্রজা পালন ও পীড়িতের রোগোপশমন এবং বিশেষে ব্রাহ্মণের রক্ষা এই তিন কর্ম্ম রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য আমি দুর্গত এবং অতিশয় পীড়িত আমাকে সম্প্রতি রক্ষা কর। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকরুণচিত্ত হইয়া বরাহ নামে জ্যোতিঃ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বরাহ এই ব্রাহ্মণের কি হইবে ইনি বাঁচিবেন কি না। বরাহ গণনা করিয়া উত্তর করিলেন হে মহারাজ এই ব্রাহ্মণ মদ্যপান না করিলে নির্ব্যাধি হইতে পারিবেন না ইহাও

অনুভব করি যে বাঁচিবেন না। রাজা তাহা শুনিয়া এই চিন্তা করিলেন হা বরাহ পণ্ডিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা কহিতেছেন ব্রাহ্মণের মদ্য পান অকর্ত্তব্য ভাল বিচারান্তর করিতেছি ইহা ভাবিয়া হরিশ্চন্দ্র বৈদ্যকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন হে বৈদ্য এই ব্রাহ্মণের কি ব্যাধি হইয়াছে এবং কি প্রকার ইহার চিকিৎসা হইতে পারে এই সকল বিবেচনা করিয়া কহ। হরিশ্চন্দ্র বৈদ্য রাজার আজ্ঞাতে ঐ রোগের বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন হে ভূপাল এই রোগের নাম ব্রহ্মকীট ইহার কোন চিকিৎসা নাই। রাজা তাহা শুনিয়া কহিলেন ঈশ্বর কি এই ব্যাধির প্রতীকার সৃষ্টি করেন নাই এ কথা অসম্ভব। চিকিৎসক পুনশ্চ কহিলেন এ রোগের এক ঔষধ আছে কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণের দেওয়া যায় না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি ঔষধ। বৈদ্য কহিলেন হে ভূপতি ব্রাহ্মণের মস্তকে ব্রহ্মকীট ভ্রমণ করে তাহার বেদনাতে ইনি মূর্চ্ছিত হন সেই কীট অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং অস্ত্রেতে ছিন্ন হয় না ও জলেতে আর্দ্র হয় না কেবল মদ্যেতে নষ্ট হয় অতএব মদিরাই ইহার ঔষধ। তাহা শুনিয়া নরপতি আপনার কর্ণস্পর্শ করিয়া কহিলেন আঃ ব্রাহ্মণকে সুরা দিব। পরে চিকিৎসক

কহিলেন মদ্য ব্যবহার না করিলে এই ব্রাহ্মণ বাঁচিবেন না ইহা নিশ্চয়। অনন্তর রাজা পরম ধার্ম্মিক এবং পর দুঃখাপহারক ব্রাহ্মণের রোগোপশমনেচ্ছা করিয়া শবরস্বামী নামে ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিলেন হে শবরস্বামিন্ এই ব্রাহ্মণের রোগশান্তির নিমিত্তে বৈদ্য যে কথা কহিতেছেন সে বিষয়ে কি ব্যবস্থা হয়। পণ্ডিত রাজাজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন যদি বৈদ্য যথার্থবেত্তা হন এবং যদি মদ্য পান করিলেই ব্রাহ্মণের দুঃসাধ্য রোগের প্রতীকার হইয়া প্রাণরক্ষা হয় তবে প্রাণ রক্ষার্থি ব্রাহ্মণের মদ্য পানেতে পাতক হইবে না। সেই সময় ঐ বৈদ্য কহিলেন হে মহারাজ যদি এই বিপ্র অন্য কোন উপায়েতে বাঁচেন কিম্বা মদ্য পান করিলে না বাঁচেন তবে আমি পাতকী হইব। রাজা ঐ দুই জনের শাস্ত্রার্থসিদ্ধ বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এই ব্রাহ্মণ সুরা পান করুন। অনন্তর সেই স্থানে সুরা আনয়ন করিলে সেই সময় এই আকাশবাণী হইল যে হে শবর ব্রাহ্মণ তুমি এই রূপ দুঃসাহস করিও না। শবরস্বামী তাহা শুনিয়া কহিলেন হে আতুর ব্রাহ্মণ তুমি মদ্য পান কর এই আকাশ বাণী কিছু নহে এ কেবল অক্ষরেতে রচিত যে পদ তা

সমুহেতে হয় যে বাক্য সেই বাক্যমাত্র কিন্তু এই বাক্য ধর্ম্মশাস্ত্র সিদ্ধ নহে। সেই কালে দেবতারা ঐ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া শবরস্বামির মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সভাসদ লোকেরা এবং রাজা সেই পুষ্পবৃষ্টি দেখিয়া শবরস্বামিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এবং তাহার বাক্যের আদর করিয়া ব্রাহ্মণকে মদ আনিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বাল্য কালাবধি জানেন যে মদ্য পেয় নয় এবং কাহাকেও দেয় নয় কিন্তু মদ্য পানে প্রবৃত্ত হইয়া যেদে নিশ্বাস আকর্ষণ ও ত্যাগ করাতে ঐ আকৃষ্ট নিশ্বাসের সহিত নাসারন্ধ্রু প্রবিষ্ট যে মদ্য গন্ধ তাহাতে ঐ ব্রহ্মকীট ম্রিয়মান হইয়া মস্তকহইতে বাহিরে আসিয়া ভূমিতে পড়িল। অনন্তর রাজা বৈদ্যের কথা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ কীটকে অগ্নিতে ক্ষেপণ করিলেন তাহাতে কীট দগ্ধ হইল না এবং জলে মগ্ন করিলে আর্দ্র কিম্বা লীন হইল না ও অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ হইল না কেবল মদ্য বিন্দু সংস্পর্শে সেই কীট লীন হইল। তাহা দেখিয়া তত্রস্থ লোক সকল আশ্চর্য্যবোধ করিলেন এবং রাজা কহিলেন ভো বৈদ্যরাজ তোমার কি পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞান তাহা কহিতে পারি না তুমি মদ্য পান বিধান করিয়াছিলা কিন্তু মদ্যের

গন্ধেতেই রোগ শান্তি হইল। তখন বৈদ্য রাজার প্রশংসা বাক্য শুনিয়া নিবেদন করিলেন যে হে মহারাজ মদ্য গন্ধেতেও রোগ নিবৃত্তি হয় তাহা আমি জানি কিন্তু মদ্য পানের ব্যবস্থা না করিলে বিনা মদ্য পানাশঙ্কাতে ব্রাহ্মণের মস্তক মধ্যে সুরাগন্ধ প্রবিষ্ট হইত না এবং ব্রাহ্মণও নির্ব্যাধি হইতে পারিতেন না তন্নিমিত্তে মদিরা পান বিধান করিয়াছিলাম। নরপতি ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন সাধু বৈদ্যরাজ সাধু। সভাসদ পণ্ডিতেরা কহিলেন হে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বৈদ্য এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রবেত্তা বরাহ পণ্ডিত এই দুই জন উত্তম কহিয়াছেন উভয়ের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ হইল এবং শবর স্বামীও পণ্ডিতপ্রধান তিনি সকলহইতে উত্তম কহিয়াছেন যে হেতুক দেবতারদিগের পুষ্পবৃষ্টিই তাহার বাক্যের সাক্ষিণী হইয়াছে। এবং পণ্ডিতবর্গেরা এই প্রকারে স্ব স্ব শাস্ত্র সিদ্ধান্তবেত্তা ঐ তিন জনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ তুমি ধন্য এবং তোমার সভাতে ব্যাধি ও ঔষধের এই রূপ যথার্থবেত্তা হরিশ্চন্দ্র বৈদ্য এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবক্তা বরাহ পণ্ডিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ শবরস্বামী পণ্ডিত আছেন

তাঁহারাও ধন্য। এবং পুণ্যবান্ অথচ সর্ব্ব গুণযুক্ত লোককর্তৃক দৃষ্টা হইয়াছে যে এই সভা সেও ধন্যা এবং যে পৃথিবীর মধ্যে এই প্রকার সভা আছে সে বসুমতীও ধন্যা। অনন্তর সন্তুষ্টচিত্ত ও মহোৎসাহযুক্ত রাজা উৎকৃষ্ট সামগ্রী দিয়া ঐ তিন পণ্ডিতের মর্য্যাদা করিলেন এবং ঐ নির্ব্যাধি ব্রাহ্মণকে অনেক স্বর্ণ দানদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্য কথা সমাপ্তা।—

অথ বেদবিদ্যকথা।—

যে পুরুষ শিক্ষা ও কল্প এবং ব্যাকরণ ও জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ছন্দঃশাস্ত্র আর নিরুক্ত এই ছয় অঙ্গের সহিত যে বেদ তাহা অধ্যয়ন করেন তিনিই বেদবিদ্য হন। তাহার উদাহরণ এই।—

অবন্তীনগরে প্রিয়শৃঙ্গার নামা এক রাজা ছিলেন তিনি এক সময়ে অট্টালিকার শিখরারোহণ করিয়া নগরস্থ লোক দর্শন করিতেছেন সেই সময় ঐ নগরবাসী পুষ্কর ধন নামা বণিকের মালতী নামে এক কন্যা সে সরোবরে স্নান করিয়া গৃহে যাইতেছিল। রাজা হঠাৎ তাহাকে

দেখিলেন এবং তাহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষন করিবামাত্র কন্দর্প বানে পীড়িত হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি এই মৃগলোচনা কোন প্রকারে ফিরিয়া আসিয়া এক বার দর্শন দেয় তবে আমি কৃতকৃত্য হই। প্রবীন লোকেরা কহিয়াছেন যে মুখে উৎকৃষ্ট অলতা ও মদনের শানিত শরের ন্যায় কটাক্ষযুক্ত নেত্রদ্বয় আছে এবং মন্দ হাসপ্রকাশক ও লোহিতবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় আছে এমন যে যুবতীর মুখ যে কামুক পুরুষ সেই মুখ এক বার দেখিতে পায় তাহার মন স্বর্গভোগ করিতে ইচ্ছা করে না এবং দেবত্ব বাঞ্ছা করে না ও সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর রাজ্য বাসনা করে না কেবল নিরন্তর সেই মুখাবলোকন করিতে চাহে। অনন্তর ঐ কামাতুর নরপতি সেই বনিক্‌পুত্রীর নিকটে এক দুতীকে পাঠাইলেন। দুতী সেখানে গিয়া কহিল হে মালতী তোমার বড় সৌভাগ্যের কথা শুনিলাম যে হেতুক এই রাজা শত২ সুন্দরীতে সেবিত হইয়াও তোমার প্রতি অত্যন্ত সাভিলাষ হইয়াছেন অতএব তুমি এক ক্ষনের নিমিত্তে সেখানে আসিয়া এবং রাজার বাসনা পূর্ণ করিয়া নিজ যৌবন এবং সৌন্দর্য্য সফল করহ ও রত্নাদি লাভ দ্বারা চরিতার্থা হও। মালতী দুতীর কথা শুনিয়া

কহিলেন হে দূতি তুমি কি কহিলা আমি শুদ্ধ কুলোৎপন্ন সাধ্বী স্ত্রী আমি অন্য পুরুষকে বাসনা করি না সাধ্বীরদের এই নিয়ম স্বামী সুন্দর কিম্বা কুৎসিত হওন এবং দরিদ্র অথবা রাজাই হওন এযত যে স্বামী তিনিই সতীরদিগের প্রিয় হন এবং অন্য মনুষ্য পিতৃতুল্য হন অতএব আমার সম্বন্ধে স্বামিভিন্ন পুরুষেরা পিতৃকল্প আর বিশেষতো রাজা শাস্ত্রসিদ্ধ পিতা হন যে হেতুক পিতা ও মাতা সন্তান জন্মান নরপতি সেই সকল প্রজারদিগকে প্রতি পালন করেন সেই কারন প্রজারদিগের পিতা মাতাহইতে পৃথিবীপতি অধিক পূজনীয় হন। দূতী ঐ কথা শুনিয়া কহিল হে মিষ্ঠভাষিনি তোমার ভর্ত্তা দেশান্তরে আছেন তুমি পিতৃমন্দিরে থাকিয়া বৃথা কালযাপন করিতেছ কেন অনুরক্ত নরপতিকে ত্যাগ কর অতএব তোমার কি অশুভ গ্রহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা কহিতে পারি না হে সুমুখি আমার নিবেদন শুন তোমার চক্ষু কর্ন পর্য্যন্ত গত হইয়া প্রফুল্ল কমলদলের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে এবং তোমার নিতম্ব ক্রমেতে প্রশস্ত হইতেছে ও স্থূল কুচ দ্বয় স্বীয় সীমাক্রমণ করিয়া পরস্পর সংলগ্ন হইতেছে ঐ সকল সৌন্দর্য্য থাকিতে এবং বিদেশগত স্বামীর

বিরহেতেও তোমার এখন পর্য্যন্ত কুলধর্ম্মে বিচ্যুতি হইল না ইহাতে আমি এই নিশ্চয় করি যে কন্দর্প পরিশ্রম করিয়া তোমার যে সৌন্দর্য্য করিয়াছেন কন্দর্পের সেই পরিশ্রম ও তোমার সৌন্দর্য্য এই সকল বৃথা হইয়াছে আর তুমি কি প্রকারেই বা সতীত্বরক্ষা করিবা শুন প্রবল যৌবন সময়ে রমণীরা কামপীড়া সহ্য করিতে পারে না বিশেষে যাহার পতি দূরে থাকে সেই বিমনস্কা যুবতী স্ত্রী কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিবে আমি বিবেচনা করি যে তুমি স্বামির বিরহ স্বরূপ যে ব্যাঘ্র তদ্গ্রস্ত মৃগীর ন্যায় হইয়া আর কি করিতে পারিবা মদন বাণে ব্যথিতা হইয়া অবশ্য কোনহ পুরুষকে আশ্রয় করিবা অতএব কহি সামান্য পুরুষকে আশ্রয় না করিয়া রাজাকে ভজ। মালতী দূতীর কথা শুনিয়া কহিল হে দূতি তুমি পুনর্ব্বার আমাকে এ প্রকার কহিও না শুন সহস্র স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রী সতী হয় শত পুরুষের মধ্যে এক জন বীর হয় লক্ষ পুরুষের মধ্যে এক পুরুষ দাতা হয় এবং কোটি জনের মধ্যে এক বিশ্বাস পাত্র সুহৃদ লোক দুর্লভ হয়। তুমি যে২ কথা কহিলা সে সকল সামান্য স্ত্রীর উপযুক্ত বটে কিন্তু আমার উপযুক্ত নয় তুমি কি প্রকারে আমাকে কুপথে পাঠাইবা আ

শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন তোমার কথায় যথার্থ হইল না। দূতী ঐ সকল কথা শুনিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। নরপতি দূতীর প্রমুখাৎ মালতীর সকল কথা শুনিয়া ঐ যুবতীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাসনকর্তার দ্বারা তাহার পর পুরুষ গমনরূপ মিথ্যাপবাদ করিলেন। অনন্তর মালতীর কুটুম্ববর্গ মালতীকে পর পুরুষগামিনী বুঝিয়া পরিত্যাগ করিল। পরে মালতীর স্বামী বিদেশ হইতে আসিয়া ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া স্ত্রীকে ত্যাগ করিল তাহাতে ভ্রমর কর্তৃক অদৃষ্ট অথচ অম্লান যে মালতী পুষ্প তাহার ন্যায় যে মালতী স্ত্রী তিনি অতিম্লানা হইলেন কিন্তু ধৈর্য্যক পরণা এবং নিতান্ত পাপরহিতা মালতী স্ত্রী স্বজাতীয় লোক সকলকে ডাকিয়া তাঁহারদিগের সম্মুখে উত্তপ্ত ঘৃতের মধ্যে কোন দ্রব্য রাখিয়া সেই দ্রব্যাকর্ষণরূপ পরীক্ষা দিয়া পরীবাদ সাগরোত্তীর্ণা হইলেন। রাজা সেই স্ত্রীকে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণা জানিয়া পরীক্ষা বিধানকর্ত্তা যে সামগায়ক দেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এই প্রকার তিরস্কার করিলেন যে হে সামগায়ক যদি এই স্ত্রী বিচারক পুরুষকর্তৃক ব্যভিচারিণী নিশ্চয় হইয়াও পরীক্ষাতে জয় প্রাপ্ত হইল তবে তোমার সাম বেদের প্রভাব কি প্রকার।

দেবশর্ম্মা উত্তর করিলেন হে রাজন এ স্ত্রী ব্যভিচারিণী নয় যদি ব্যভিচারিণী হইত তবে অবশ্য পরাজয় পাইত এবং যে পরীক্ষাতে নির্ণয়কর্ত্তা অগ্নি ছিলেন তার আমি ব্যবস্থাপক ছিলাম তাহাতে শুদ্ধ লোকের কি হানি হইতে পারে এবং ব্যভিচারিণী স্ত্রী কি প্রশংসা পাইতে পারে। রাজা ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া কহিলেন তোমার অগ্নিকে ধিক্ এবং তুমি যে সামগায়ক তোমাকেও ধিক্ যে হেতুক এই ব্যভিচারিণীর দোষ প্রত্যক্ষ হইয়াও প্রশংসা পাইল ভাল যদি এই স্ত্রী পরীক্ষা দিয়া সতী হইল তবে বেশ্যাও এই প্রকার পরীক্ষা দিয়া সতী হইবে। পরে ঐ দুরাত্মা নরপতি ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করিয়া এক বেশ্যাকে সতীত্ব পরীক্ষার্থে দিব্য করাইতে আরম্ভ করাইল। দেবশর্ম্মা তাহা দেখিয়া বলিলেন হে নরপতি যদি এই গণিকা গুটিকা আকর্ষণরূপ পরীক্ষায় সাহস করিতে পারে তবে অগ্নিতে কোন দ্রব্য উত্তপ্ত করিবার প্রয়োজন নাই আমি যে সাম বেদ গান করিব সেই সাম বেদ পরীক্ষা নির্ণয়কর্ত্তা হইবেন। রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে ভাল সামগায়কের ধর্ম্মরূপী যে সাম বেদ তিনিই পরীক্ষার নির্ণয়কর্ত্তা হউন। পর দিনে প্রভাত

রাজা এক বেশ্যাকে পরীক্ষার নিমিত্তে আনিলেন। দেব শর্ম্মা তাম্রপাত্রে জল আনিয়া আপনার স্বর্ণাঙ্গুরীয় সাম বেদোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া এবং সেই জল সূর্য্য কিরণে কিঞ্চিত্তপ্ত করিয়া এবং তাহাতে অঙ্গুরীয় রাখিয়া কহিলেন যে হে বেশ্যা যদি তুমি সাধ্বী স্ত্রী হও তবে এই জলহইতে আমার অঙ্গুরীয় ওঠাও। পরে ঐ গনিকা রাজাজ্ঞা নুসারে আমি পর পুরুষগামন করি নাই এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া অঙ্গুরীয় ওঠাইতে জলমধ্যে হাত দিল। তখন বেদমন্ত্রের শক্তিতে ঐ জলহইতে এক পুরুষপ্রমান অগ্নি ওঠিল এবং সেই অগ্নিতে ঐ গনিকার বাহু মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইল এবং তাহাতে ঐ বেশ্যা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িল। তাহা দেখিয়া সভাসদ লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া দেবশর্ম্মার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা লজ্জিত হইয়া অভিশাপভয়ে ঐ ব্রাহ্মণের চরণে পতিত হইয়া অনেক স্তব করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতঃ শুদ্ধহৃদয় এবং আশুতোষ হন তন্নিমিত্তে তিনি রাজার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। পুস্তকেরা কহিয়াছেন যে সকল বিদ্যাহইতে বেদবিদ্যাই ওত্তমা এবং বেদ

বেত্তা পণ্ডিত সকল পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ। ইতি বেদবিদ্যাকথা সমাপ্তা।—

অথ লৌকিকবিদ্যাকথা।—

যে পুরুষ শাস্ত্রবিদ্যা ব্যতিরেকে কেবল লৌকিক কার্য্যে কুশল হন তাঁহাকে লৌকিকবিদ্য বলা যায়। তাহার উদাহরণ এই।—

কুসুমপুর নামে এক নগর তাহাতে নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। এবং তাঁহার কায়স্থ জাতি শকটার নামা এক মন্ত্রী ছিলেন। রাজা অল্পাপরাধে মন্ত্রির সর্ব্বস্বহরণ করিয়া তাহার পুত্র দারাদি পরিবারগণের সহিত মন্ত্রিকে কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন ও তাহারদের ভোজনের নিমিত্তে প্রতিদিন এক শের ছাতু দেন। শকটার তাহা দেখিয়া পরিজনেরদিগকে কহিল যে এই রাজা চণ্ডাল সাদৃশ বিনাপরাধে আমারদিগকে দুঃখ দিয়া নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে শরাবপরিমিত শক্তুতে আমার আহারও হইতে পারে না ইহাতে সকলের কি হইতে পারে অতএব পরামর্শ এই যে শত্রুর প্রতীকার করিতে পারিবে সে শক্তু ভোজন করুক। মন্ত্রির পরিজনের

। কথা শুনিয়া কহিল যদি মহাশয় বাঁচেন তবে এই বিপক্ষের প্রতীকার করিতে পারিবেন অতএব আপনি ভোজন করুন। শকটার পরিবারগণের কথাতে কিছু ভোজন করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিলেন। তাহার সকল পরিজন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। এক সময়ে সেই নন্দ রাজা এক ঘরের মধ্যে প্রস্রাব করিয়া হাস্য করিতেং বাহিরে আইলেন। বিচক্ষনা নামে এক দাসী সেখানে ছিল সে রাজাকে হাস্যযুক্ত দেখিয়া আপনিও হাসিলেক। তখন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে বিচক্ষণা তুই কি নিমিত্তে হাসিতেছিস্। পরে বিচক্ষনা ওত্তর করিল মহারাজ যে নিমিত্তে হাস্য করিতেছেন আমি ও সেই কারন হাসিতেছি। রাজা তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি কি কারণ হাসিতেছি তাহা কহ। বিচক্ষনা ভয়েতে কহিল হে মহারাজ আমি তাহা জানি না। অনন্তর নৃপতি ক্রোধ করিয়া কহিলেন যে রে পাপীয়সী তুই কহিলি যে মহারাজ যে কারণে হাসিতেছেন আমিও সেই কারণ হাসিতেছি সম্প্রতি কহিতেছিস্ যে মহারাজের হাস্যের কারণ আমি জানি

না এ কি আশ্চর্য্য আমার সাক্ষাৎ মিথ্যা কহিলি শুন যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিস্ তবে আমার হাস্যের কারণ বল নতুবা উপযুক্ত দণ্ড করিব। বিচক্ষণা রাজার ক্রোধ দেখিয়া ভয়েতে কহিল হে ভূপাল আমি এখন কারণ কহিতে পারি না কিন্তু এক মাসের মধ্যে কহিব। রাজা কহিলেন ভাল। অনন্তর বিচক্ষণা নানা প্রকার চিন্তা করিয়া রাজার হাস্যের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তা করিল যে কোন বুদ্ধিমানের পরামর্শেতে আমার এই বিপদ্ দূর হইতে পারিবে অতএব কোন বুদ্ধিমানকে সকল নিবেদন করি কিন্তু যত বুদ্ধিমান আছেন তাহারদিগের মধ্যে শকটার মন্ত্রীই বুদ্ধিমানের প্রধান তিনি দুর্ভাগ্যবশে কারাগারে বদ্ধ আছেন তাঁহার নিকটে যাই এই বিবেচনা করিয়া সেখানে গেল। শকটার মন্ত্রী কারাগারে থাকিয়া নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া অতিক্লিষ্ট ছিলেন। বিচক্ষণা মিষ্টান্ন দ্রব্য ও শীতল জল দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া আপনার সকল কথা নিবেদন করিল। মন্ত্রী এ সম্বাদ শুনিয়া কহিলেন হে বিচক্ষণা দেশ ও কাল ও পাত্র জানিতে পারিলে প্রকরণ জ্ঞাত হইয়া বিষয় বিবেচনা হইতে পারে অতএব স্থানের

নয়েয়ের বিশেষ কহ। বিচক্ষণা মন্ত্রীকে স্থান ও সময়াদির বিশেষ সকল কহিল। মন্ত্রী সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেক বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে বিচক্ষণা তুমি রাজার নিকটে গিয়া কহিবা যে আপনি মূত্রপ্রবাহ দেখিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষজ্ঞান করিয়া হাসিয়াছেন তাহার অভিপ্রায়ও কহিতেছি যে পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর দর্শন কিম্বা স্মরণ হাস্যের কারণ হয় না এবং বৃক্ষদর্শন হইলেও বৃক্ষস্থ কখনও হাস্যের কারণ হয় না কিন্তু বিকৃতিদর্শন হাস্যের কারণ হইতে পারে রাজা যে বিকৃতি দর্শন করিয়াছেন তাহা কহিতেছি প্রস্রাবের মধ্যে ক্ষুদ্র২ যে বিন্দু তাহাহি অশ্বত্থ বীজ বোধ করিয়া এই বীজেতে বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এই জ্ঞানে মনে অশ্বত্থ বৃক্ষে[illegible] দেখিয়া ভাবনা করিলেন যে আমার প্রস্রাবেতে শত[illegible] বৃক্ষ হইতে পারে রাজা পুনঃ২ এই আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে অশ্বত্থবীজ বা কোথায় এবং তদুৎপন্ন বৃহদ্বৃক্ষই বা কোথায় কিন্তু বিকৃতি দর্শন কেবল বুদ্ধিভ্রমেতেই হয় এ কি আশ্চর্য্য আমার এমন ভ্রান্তি কেন হইল এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা হাস্যিয়াছিলেন হে বিচক্ষণা তুমি নরপতির নিকটে গিয়া এই কথা কহ। অনন্তর বিচক্ষণা রাজসমীপে গিয়া

প্রনাম করিয়া ঐ সকল কথা কহিল। রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন হে বিচক্ষনা সত্য কহ তোমার কিম্বা অন্য লোকের বিবেচনায় এই প্রকার অবধারিত হইতে পারে না কেবল শকটার মন্ত্রির তর্কেতে ইহা অবধারিত হইতে পারে ইহাতে অনুভব করি যে শকটার মন্ত্রী জীবদ্দশায় আছে। তাহারপর বিচক্ষনা ওত্তর করিল যে শকটার কারাগারের মধ্যে পরিজন শোকেতে মৃত প্রায় হইয়া আছেন। রাজা শকটার মন্ত্রির তর্কেতে সন্তুষ্ট হইয়া এবং পুনঃ২ তাহাকে প্রশংসা করিয়া সেই শকটারকে কারাগৃহহইতে আনাইলেন ও অনেক সম্মান করিয়া রাজ কার্য্যে দ্বিতীয় মন্ত্রী করিলেন। শকটার সেই পদপ্রাপ্ত হইয়া [illegible] করিলেন যে রাজার দুর্নীতি ওপস্থিতা হইল ত[illegible]কল পরিবারকে নষ্ট করিয়া আমাকে মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিল যেমত বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিয়া পত্রেতে জল দেয় এই কার্য্যও তদ্রূপ ইহাতে আমার কি সন্তোষ হইতে পারে কেবল শক্তিমান হওয়াতে রাজার অনিষ্ট চেষ্টা হইতে পারে। পুজেরা এই প্রকার কহিয়াছেন যে লোক কোন ব্যক্তির সহিত প্রবল শত্রুতা করিয়া পুনর্ব্বার মিত্রতা করে সে সেই মিত্রতার

ফলে যমালয়ে যাত্রার পথদর্শন করে। অপর এই দুরাশয় ও পাপাত্মা যে রাজা ইহাতেও আমার বিশ্বাস হয় না যে হেতুক যাহার শত্রুতাচরণে প্রত্যক্ষ করিয়া ও সেই লোকের প্রতি যে বিশ্বাস করে সেই হেতুক মৃত্যু তাহার মস্তকে বাস করে। অতএব এখন কি কর্ত্তব্য হয় এই রাজার সহিত পূর্ব্বের শত্রুতা আছে সম্প্রতি মিত্রতা হইল ইহাতে বিশ্বাস কি আর মধ্যে আমি শত্রু প্রতীকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছি এবং দুষ্ট স্বামিকর্তৃক আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে তাহাও দেখিয়াছি ও আমার সেই সকল শোকও অনিবার্য্য। আমার সকল ধন রাজা লইয়াছেন তন্নিমিত্তে অধিক শোক করি আমার মর্য্যাদাহানি হইয়াছে হওক আর ওস্তমা য়াছেন যাওন ইহাতেও অধিক শোক করি না কিন্তু সভাতে বাক্পটু সেই পুত্র সকল আর অনুরাগিণী স্ত্রী ও পৌত্রবর্গ এবং আর২ পরিজন সকল ইহারা এক ক্ষণের নিমিত্তে আমার চিত্ত ত্যাগ করে না অতএব আমার মন পরিজন শোকের বশীভূত আর আমার প্রাণ প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ এই দুই একবাক্য হইয়া কুপথগামী হইতেছে আমি কি করিব সম্প্রতি

শত্রুর প্রতীকার করিতে হইল অতএব অযশঃ শঙ্কা ত্যাগ করিয়া অধম পুরুষের পথে যাই। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে লোক পাপেতে শঙ্কা করে পৃথিবীর মধ্যে সেই লোক উত্তম এবং যে মনুষ্য পাপ করিয়া আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করে সেই মনুষ্য মধ্যম আর পাতকে কিম্বা কোন অপরাধে যাহার ত্রাস হয় না পণ্ডিতেরা তাহাকে অধম বলেন এবং সে সর্ব্বত্র নিন্দিত হয় সেই অধম পুরুষের পথেই যাত্রা করি ইহা ভাবিয়া উপবন দর্শন করিতে অশ্বারোহন করিয়া নগরের বাহিরে গেলেন। সেখানে চানক্য নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি কুশোৎপাটন করিয়া তাহার মূলে ঘোল দিতেছেন। শকটার মন্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ভো তোমার নাম কি এবং এখানে কি করিতেছ। ব ইলেন আমার নাম চানক্যশর্ম্মা আমি ষড়ঙ্গের সহিত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিবাহ করিতে এই পথে যাইতেছিলাম হঠাৎ কুশাঙ্কুরেতে আমার পাদে ক্ষত হইল সেই ক্ষতাশৌচে আমার বিবাহ ভঙ্গ হইল তন্নিমিত্তে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এখানকার কুশ সকল নির্ম্মূল করিব হে মন্ত্রিরাজ আমি বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র জানিয়াছি নতুবা

আমার প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি হইত না তাহাতে এই সুগম উপায় পাইয়াছি যে তক্রেতে কুশ নষ্ট হয় তাহা করিয়া প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি করিতেছি। শকটার ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কহিলেন আমি বুঝিলাম যে আপনি বৃহদ্যুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উত্তম বটেন নতুবা আপনকার প্রতিজ্ঞা পূরণ হইত না। ব্রাহ্মণ কিছু সন্তুষ্ট হইয়া পুনশ্চ কহিলেন যে হে মন্ত্রিন্ যদি এই উপায়েতে আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয় তবে অভিচার কর্ম্মেতে আমার নৈপুণ্য আছে অতএব আমি হোম করিয়া কুশ বিনাশ করিতে পারি। শকটার এই কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি এই বিপ্র আমার শত্রুর বিপক্ষ হন তবে আমি বিনা যত্নেতে বৈরিসংহার করিতে পারিব। অনন্তর শকটার সেই চেষ্টা করিলেন এবং আপনি সচেষ্ট হইয়া কুশোন্মূলন করিয়া ব্রাহ্মণকে আপনার স্থানে আনিলেন পশ্চাৎ পুরোহিতের ন্যায় সমাদর করিয়া রাজার পিতৃশ্রাদ্ধে পাত্রান্ন ভোজনের নিমিত্তে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং মন্ত্রী এই মন্ত্রনা করিলেন যে এই বিপ্র পিঙ্গলবর্ণ আর অকৃত বিবাহ ও শ্যাববর্ণ নখদন্ত যুক্ত অতএব ইনি পাত্র ভোজনের যোগ্য হইবেন না এবং আমার কার্য্যের বিপরীত

ক্কারী যে প্রধান মন্ত্রী তিনি এই ব্রাহ্মণ আমার আনীত ইহা জানিয়া অবশ্য ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করিবেন তাহা হই লেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া রাজার সর্ব্বনাশ করিবেন। মন্ত্রী ইহা স্থির করিয়া রাজার পিতার শ্রাদ্ধারম্ভ হইলে সেই ব্রাহ্মণকে পাত্রান্ন ভোজনের নিমিত্তে আসনে বসাইলেন। প্রধান মন্ত্রী সেই দ্বিজকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ স্মৃতিশাস্ত্রের মতে এই ব্রাহ্মণ পাত্র ভোজনের যোগ্য নহে শকটার শূদ্রজাতি কেন এই ব্রাহ্মণকে আনিয়া ধর্ম্ম কার্য্যে অধর্ম্ম করে। নন্দ রাজা মন্ত্রীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়া আসন হইতে ওঠাইয়া দিলেন। চানক্য ব্রাহ্মণ সভামধ্যে অপ মান পাইয়া জ্বলদগ্নির ন্যায় ক্রোধান্বি ৫ হইয়া নন্দ রাজার বধের নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা করিলেন। শকটার মন্ত্রী চানক্য ব্রাহ্মণকে নন্দবধে কৃত সংকল্প জানিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য বুঝিয়া নিজ দেহত্যাগের নিমিত্তে বারানসী প্রস্থান করিলেন। শকটার মন্ত্রী বিচক্ষণা দাসীর পরি ত্রাণ করিয়া এবং চানক্য ব্রাহ্মণকে শত্রুবধে নিযুক্ত করিয়া কেবল বুদ্ধি প্রভাবে শত্রু বিনাশ করিলেন। ইতি লৌকিকবিদ্যাকথা সমাপ্তা।

অথ উভয়বিদ্যকথা ।—

যে পুরুষের বুদ্ধি বেদাধ্যয়নে নির্ম্মলা হইয়া লৌকিক কার্য্যকুশলা হয় এবং তিনি যদি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মে নিপুন হন তবে লোক সকল তাঁহাকে উভয়বিদ্য কহে । তাহার বিবরণ এই ।—

কুসুমপুরের নন্দ রাজা পিতৃ শ্রাদ্ধের দিবসে চানক্য ব্রাহ্মণকে পাত্রান্ন ভোজনের নিমিত্তে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে ঐ ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করাতে তাঁহার কোপ জন্মিল । যেমত মনুষ্য অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কাল সর্পকে প্রকুপিত করে সেই প্রকার নন্দ রাজা চানক্য ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া অকারণ কুপিত করিলেন । চানক্য ব্রাহ্মণ প্রকুপিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পর্য্যন্ত নন্দ রাজাকে যমালয়ে না পাঠাইব এবং যাবৎ এই সিংহাসনে কোন শূদ্রকে রাজা না করিব তাবৎ আমার মস্তকের এই শিখা বন্ধন করিব না । পরে চানক্য ঐ রাজার দ্বারে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক শূদ্রকে দেখিয়া কহিলেন ওরে শূদ্র যদি এই রাজ্যের রাজা হইতে তোর বাসনা থাকে তবে আমার সঙ্গে

আয়। তখন ঐ শূদ্র শুভাদৃষ্টের প্রেরিতের ন্যায় হইয়া ঐ ব্রাহ্মনের সহিত গেল। চানক্য সেই অনুগত শূদ্রকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে গিয়া এবং আভিচারিক হোম করিয়া নন্দ রাজাকে যমালয়ে পাঠাইলেন এবং আভিচারিক হোমের প্রভাবে নন্দ রাজা নষ্ট হইলে চানক্য চিন্তা করিলেন যদি এক প্রতিজ্ঞা পূর্ণা হইল তবে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ রাজার সিংহাসনে বসাইয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা পুরণ করি কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত বিনা সেনাতে কি প্রকারে রাজা হইতে পারে সেনাও ধনব্যতিরেকে হয় না আমার কিছু ধন নাই সম্প্রতি কি করিব। ইহা চিন্তা করিয়া রাজা পর্ব্বতকেশ্বরের নিকটে গিয়া কহিলেন যে হে পর্ব্বতকেশ্বর এই চন্দ্রগুপ্ত বালক ইহাকে কুসুমপুরের রাজা করিয়া তুমি আপন সেনাদ্বারা ইহার সহায়তা করিয়া সেই রাজ্যের অর্দ্ধ ভাগ গ্রহন কর। রাজা পর্ব্বতকেশ্বর নন্দ রাজার বধে চানক্যের যোগ্যতা জানিয়া ভয়েতে সকল সৈন্য লইয়া নন্দ রাজার রাজধানীতে গিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সেখানকার রাজা করিলেন এবং তাহার অর্দ্ধ রাজ্য গ্রহন করিয়া আপনার রাজধানীতে আইলেন। সেই কালে মলয়কেতু রাজার রাক্ষস নামা মন্ত্রী সে চন্দ্রগুপ্ত রাজার নিকটে

কোন লোকদ্বারা উপঢৌকনরূপে এক পরমসুন্দরী স্ত্রীকে পাঠাইলেন। রাজা তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকিলেন। চানক্য ঐ স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষন করিতেং দেখিলেন যে তাহার স্বেদজল পান করিয়া অনেক মক্ষিকা মরিল তাহাতেই স্থির করিলেন যে এই স্ত্রী বিষকন্যা ভাল যদি রাক্ষস মন্ত্রী চন্দ্রগুপ্ত বধের নিমিত্তে লোকদ্বারা এই বিষকন্যা পাঠাইয়াছেন তবে এই কন্যাদ্বারা অর্দ্ধ রাজ্যগ্রাহক যে পর্ব্বতকেশ্বর তাঁহার বধ হউক ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ লোকদ্বারা সেই কন্যাকে পর্ব্বতকেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন। পর্ব্বতকেশ্বর সময় বিশেষে ঐ কন্যার সহিত সংসর্গ করিয়া প্রানত্যাগ করিলেন। চানক্য সেই সম্বাদ শুনিয়া এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বিভাগরহিত জানিয়া ও পুনর্ব্বার বিবেচনা করিলেন যে রাক্ষস মন্ত্রী অতি ধূর্ত্ত এ যদি মলয়কেতু রাজার নিকটে থাকে তবে কোন প্রকারে চন্দ্রগুপ্তের মন্দ চেষ্টা করিবে এবং যদি মন্ত্রী রাজা মলয়কেতুর নিকটহইতে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব করে তবে অন্য বিপক্ষ চন্দ্রগুপ্তের কিছু মন্দ করিতে পারিবে না তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে ভাল যদি আমার দুই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি হইয়াছে

তবে মলয়কেতুর নিকটহইতে রাক্ষস মন্ত্রিকে আনিয়া
চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিতা স্বীকার করাইয়া মনোরথ সিদ্ধ করিব
এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর চাণক্য অনেক বিবে
চনা করিয়া অবধারিত করিলেন যে এই কার্য্য সিদ্ধির
এক ওপায় আছে ঐ রাক্ষস মন্ত্রির মিত্র চন্দনদাস নামে
এক বনিক আছে সে ঐ রাক্ষস মন্ত্রির পরিজনের ও সকল
কার্য্যের অধ্যক্ষ এবং শকটদাস নামে বনিক কৃত্রিম
বিরোধি করিয়া আমার নিকটহইতে গিয়া সম্প্রতি মলয়
কেতু রাজার নিকটে আছে ঐ শকটদাসের সহিত চন্দন
দাসের অত্যন্ত প্রীতি শকটদাসের কথা ক্রমে যদি চন্দন
দাস ঐ মন্ত্রির পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি মন্ত্রির নামাঙ্কিত
মুদ্রারক্ষক আছে তাহার নিকটহইতে সেই মুদ্রা লইয়া
শকটদাসকে দেয় এবং শকটদাস রাক্ষস মন্ত্রির অক্ষরের
ন্যায় অক্ষরেতে মলয়কেতুর অমঙ্গলের নিমিত্তে এক পত্র
লিখিয়া তাহাতে ঐ মুদ্রার চিহ্ন করিয়া সেই পত্র মলয়
কেতুর শত্রুর নিকটে পাঠাইবার ছলে কোন লোক স্থানে
দেয় সে ব্যক্তি যদি ঐ পত্র কোন প্রকারে মলয়কেতু
পাইতে পারে এমত কার্য্য করে তবে মলয়কেতু সেই পত্র
দেখিয়া রাক্ষস মন্ত্রিকে আপন নিকটহইতে দূর করিতে

পারে এবং আমার সহাধ্যায়ী ভাগুরায়ন পণ্ডিত সেখানে আছেন তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে এই কার্য্য সিদ্ধির সহায়তা করিবেন আর ভদ্রভট্ট প্রভৃতি যোদ্ধারা কালো পযুক্ত কার্য্যকুশল বটে আমি অর্থদ্বারা তাহারদিগকে সন্তুষ্ট করি তাহারা ও মিথ্যা বিবাদ করিয়া এখানহইতে পলায়ন করুক এবং মলয়কেতুর বিশ্বাসপাত্র হইয়া রাক্ষ ঐ মন্ত্রির প্রতি যাহাতে কোপ করে এমত চেষ্টা করুক এই সকলের চেষ্টাতে এবং ঐ প্রকার পত্র পাওনেতে রাজা মলয়কেতু অবশ্যই রাক্ষস মন্ত্রিকে দূর করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই কারনসমূহেতে অবশ্য কার্য্য সিদ্ধ হয় বিধা তা প্রতিবন্ধক হইলে ও তাহার অন্যথা হইতে পারে না আর সম্প্রতি বিধাতাও অনুকূল আছেন ইহা দেখিতেছি নন্দ রাজাকে নষ্ট করিয়া তাহার রাজ্য লইয়াছি এবং তাহার অর্দ্ধ রাজ্যগ্রাহককেও নষ্ট করিয়াছি এখন আমার প্রতিজ্ঞার অল্পাবশেষ আছে আমি বুঝি যে বিধাতা ক্রমেতে তাহাও সিদ্ধ করিবেন অথবা বিধাতার ব্যাপার কে বুঝিতে পারে যেমত কোন ব্যক্তি সমুদ্রোত্তীর্ণ হইলেও তাহার নৌকা তীরে আসিয়া মগ্ন হয় অতএব যাবৎ কার্য্যসিদ্ধি না হয় তাবৎ সাহস কর্ত্তব্য নহে ইহা বিবেচনা করিয়া

সেই সকল উদ্যোগ করিলেন। রাজা মলয়কেতু ঐ প্রকার পত্র পাইয়া রাক্ষস মন্ত্রিকে আপনার নিতান্ত অনিষ্ঠকারী জানিয়া মন্ত্রিকে অপমান করিয়া আপনার অধিকার হইতে দূর করিলেন। কিন্তু মলয়কেতু মন্ত্রির পূর্ব্বোপদিষ্ট মন্ত্রনাতে চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে কুসুমপুরে যাত্রা করিলেন। চানক্য পণ্ডিত পরম্পরা ঐ সম্বাদ শুনিয়া সাঙ্গিবর নামে আপনার প্রিয় শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে পুত্র আমি শুনিলাম রাজা মলয়কেতু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন তুমি ইহার কিছু সম্বাদ জানহ। সাঙ্গিবর নিবেদন করিলেন হে মহাশয় রাজা মলয়কেতু রাক্ষস মন্ত্রিকে অপমানপূর্ব্বক দূর করিয়া এই নগরে আসিবার নিমিত্তে যাত্রা করিয়াছেন শুনিলাম যে দুই তিন দিনের পথেতে আছেন। চানক্য শিষ্যের কথা শুনিয়া কহিলেন আঃ রাক্ষসের কি রূপ অপমান হইয়াছে এবং সেই অপমানের কারন কি। শিষ্য নিবেদন করিলেন রাজার চরিত্র বুদ্ধির অগম্য এবং কদাচিৎ কারন ব্যতিরেকেও কার্য্যের সম্ভব হয় কিন্তু রাক্ষসের অপমানের এই কারন শুনিয়াছি শকটদাসের লিখিত পত্র রাক্ষস মন্ত্রির মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল সেই পত্র মন্ত্রির চর

রাজার বিপক্ষের নিকটে লইয়া যাইতেছিল মলয়কেতু রাজা সেই পত্র পাইয়া মন্ত্রির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ও তাহাকে তিরস্কার করিয়া দূর করিয়াছেন। চাণক্য পণ্ডিত শিষ্য মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন যে এই কারণে অবশ্য মন্ত্রির অপমান হইতে পারে এবং রাজা অসঙ্গত কার্য্য কারকের অবশ্য দমন করিতে পারেন। সেই সময় এক লোক আসিয়া কহিল হে চাণক্য মহাশয় রাজা মলয়কেতু যুদ্ধ করিতে কুসুমপুরে আসিতেছিলেন পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া ফিরিয়া স্বস্থানে গেলেন। চাণক্য তাহা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া শিষ্যকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন রাক্ষস মন্ত্রী এবং তাহার মিত্র চন্দনদাস এখন কোথায় আছে। শিষ্য তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে চন্দনদাস কোনহ কার্য্যের নিমিত্তে এখানে আসিয়াছে রাক্ষস মন্ত্রি আপন মানভঙ্গ জন্য দুঃখেতে ব্যথিত হইয়া কোন অরণ্য মধ্যে আছে। চাণক্য এই সমাচার শুনিয়া কহিলেন এ উত্তম হইয়াছে ইহাতে বুঝি আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে হে পুত্র তুমি সম্প্রতি পদাতিদ্বারা চন্দনদাসকে ও ঘাতুক পুরুষেরদিগকে আনাইয়া তাহারদিগের সকলের সাক্ষাৎ ইহা কহ যদি চন্দনদাস চারি কিম্বা পাঁচ দিনের

যদ্যপি রাক্ষস মন্ত্রির পরিজনেরদিগকে আনিয়া দেয় তবে উত্তম নতুবা চন্দনদাসকে শূলে দিতে হইবেক চন্দনদাস মিত্রবৎসল সে কখনও রাক্ষস মন্ত্রির পরিজনেরদিগকে আনিয়া দিবে না বরং আপনার মৃত্যু স্বীকার করিবেক। রাক্ষস মন্ত্রী সেই সম্বাদ শুনিলে চন্দনদাসের প্রাণরক্ষার নিমিত্তে অবশ্য এখানে আসিবে এবং তখন তাহাকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিতা স্বীকার করিতে কহিলে অবশ্য তাহাও করিবে। সাঙ্গবর ইহা শুনিয়া নিবেদন করিলেন হে মহাশয় আপনি উত্তম আজ্ঞা করিলেন এই প্রকার করিলে মন্ত্রী রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে পারিবে কর্ম্ম স্বরূপ যে পাশ তাহাতে হয় যে বন্ধন তাহা মনুষ্যের অচ্ছেদ্য হয় অপর নারায়ণ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে বামনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্র স্বপ্রয়োজনের নিমিত্তে বনবাস ও বানরের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন ইহাতে মনুষ্য কার্য্য পাশে বদ্ধ হইয়া প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে কি ব্যবহার না করে অতএব সেই ক্ষুদ্র রাক্ষস চন্দনদাসের রক্ষানুরোধে অবশ্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিতা স্বীকার করিবে। অনন্তর সাঙ্গবর বাহিরে আসিয়া চন্দনদাসকে এবং ঘাতুক পুরুষেরদিগকে ডাকাইয়া উত্তর

শিক্ষিত বাক্যানুসারে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে ঘাতুক পুরুষেরা চন্দনদাসকে কারাগারে বদ্ধ রাখিল। রাক্ষস মন্ত্রী সেই সম্বাদ শুনিয়া কুসুমপুরে আসিয়া এবং চানক্য পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিল হে মহা মহিম চানক্য পণ্ডিত চন্দনদাস বনিক্ নিরপরাধি এবং আমারদিগের জন্যে প্রাণব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছে অতএব ইহাকে ত্যাগ করহ তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা আমার প্রতি প্রকাশ করহ। চানক্য পণ্ডিত এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে মন্ত্রি রাক্ষস তুমি যদি চন্দন দাসের প্রাণরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে তুমি রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া রাজার শত্রুবধের নিমিত্তে খড়্গ ধারন করহ। রাক্ষস মন্ত্রী আপনার কার্য্য লাভ জন্য আহ্লাদে এবং চন্দনদাসের প্রাণরক্ষা হইবে এই আহ্লাদে পরমাপ্যায়িত হইয়া নিবেদন করিল হে পণ্ডিত রাজ আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিলেন এবং পশ্চাৎ যে আজ্ঞা করিবেন আমার তাহাই কর্ত্তব্য। ইহা কহিয়া চন্দ্রগুপ্ত রাজার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া রাজার শত্রু নিবারণার্থে খড়্গ ধারন করিল। তখন চানক্য পণ্ডিত

চন্দ্রগুপ্ত রাজার বিষয়ে নিরুদ্বেগ হইলেন এবং আপনার দৈব সামর্থ্যেতে নন্দ রাজাকে নষ্ট করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সেই সিংহাসনে রাজা করিয়া এবং লৌকিক কার্য্যের কৌশলেতে রাক্ষস মন্ত্রিকে চন্দ্রগুপ্তের সচিব করিয়া আপনি পূর্ণপ্রতিজ্ঞ হইয়া নিজ মস্তকের মুক্ত শিখা বন্ধন করিলেন। অনন্তর মহোৎসাহযুক্ত হইয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। সেই সময়ে প্রবীণেরা বিবেচনা করিলেন যে চাণক্য পণ্ডিতের ক্রোধ যমের ন্যায় সংহারক যে হেতুক নন্দরাজাকে শীঘ্র নষ্ট করিল এবং চাণক্যের অনুগ্রহ কল্পবৃক্ষ হইতেও অধিক ফলপ্রদ কল্প বৃক্ষের নিকটে কেহ যাচ্ঞা করিলে কল্পবৃক্ষ যাচকের ইচ্ছানুরূপ ফল দেন চাণক্যের অনুগ্রহ বিনা প্রার্থনাতে চন্দ্রগুপ্তেরে রাজ্যদান করিল। অতএব সেই চাণক্য পণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে সকল লোকের নিকটে বিদ্যাতে এবং বুদ্ধি দ্বারা ও নিজ যোগ্যতাতে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় খ্যাত ছিলেন। ইতি উভয়বিদ্যকথা সমাপ্তা।—

অথ উপবিদ্যকথা।—

তত্ত্বজ্ঞেরা বেদাদি চতুর্দশ প্রকার শাস্ত্র বিদ্যা সকল

নিরূপণ করিয়া চিত্র ও ইন্দ্রজাল এবং নৃত্য প্রভৃতি উপবিদ্যা সকল কহিয়াছেন। যে পুরুষ সেই উপবিদ্যাতে কুশল হন তিনি উপবিদ্যকপে খ্যাত হন। তাহারদিগের মধ্যে প্রথমতঃ চিত্রবিদ্যের বিবরণ কহা যাইতেছে।—

অথ চিত্রবিদ্যা কথা।—

পূর্ব্বকালে শশী এবং মূলদেব নামে দুই সখা ছিল তাহারা নিজগুণ গরিমাতে অতিশয় গর্ব্বিত ছিল। এক সময় দেশান্তর দর্শনেচ্ছাতে নানা দেশ ভ্রমণ করিতেং কোশলা নগরীতে উপস্থিত হইল। সেই নগরীর রাজার কৌমুদী নামে এক কন্যা তিনি যোগিনীসংগ্রামহইতে কোশলা নগরীতে আসিতেছিলেন। মূলদেব সেই পরম সুন্দরী রাজকুমারীর রূপ দেখিয়া কাম পীড়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল। শশী মূলদেবকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে দেহিরদিগের শরীর ভিন্নং হয় কিন্তু তাহারদিগের মধ্যে বিভিন্নতা নাই যদি সুহৃদ্ব্যক্তি মিত্রের সুখ ও দুঃখের ভাগী না হয় তবে সে কেমন সুহৃদ আমার প্রাণসদৃশ সখা মূলদেব হান রাজকন্যার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন ইহাতে

আমিও অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম অতএব মিত্ররক্ষার চেষ্টা করি ইহা ভাবিয়া বন্ধুকে উঠাইয়া অনেক ভরষা দিল। পশ্চাৎ শশী সেই স্থানের এক মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল হে মালিনী এই যুবতির নাম কি এবং ইনি কাহার কন্যা আর কি নিমিত্তেই বা যোগিনীমৎ গ্রামে যাতায়াত করেন। মালিনী উত্তর করিল যে ইনি এখানকার রাজার কন্যা এঁহার নাম কৌমুদী। রাজা এই কন্যার বিবাহের চেষ্টা সর্ব্বদা করেন কিন্তু কন্যা কাহাকেও স্বামীরূপে স্বীকার করেন না সর্ব্বদা যোগিনীর নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করেন এবং পুরুষ সকলকে নিন্দা করেন কিন্তু ইহার কারণ কি তাহা জানি না। শশী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিল হে মালিনী এই যুবতি কোন পুরুষকেই আকাঙ্খা করেন না এ বড় আশ্চর্য্য অন্য স্ত্রী দিবা রাত্রি কায় মনোবাক্যেতে পুরুষ সমভিব্যাহার চেষ্টা করে এবং স্ত্রী সর্ব্বদা পরাধীনা অতএব পুরুষের আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকে না সে যে হউক সম্প্রতি আমি স্ত্রী বেশ ধারন করি তেছি তুমি আমাকে রাজকুমারীর সেবায় নিযুক্ত করহ। অনন্তর মালিনী ঐ স্ত্রী বেশধারি পুরুষকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিল যে হে রাজ

কুমারি ইহার নাম শশিলেখা ইনি সাধ্বী স্ত্রী তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালযাপন করিতে ইচ্ছা করেন। রাজকুমারী সেই কথা স্বীকার করিলেন। শশিলেখা তদবধি রাজকুমারীর পরিচারিকা হইল। কিছু কালের পর উভয়ের সম্প্রীতি জন্মিলে শশিলেখা নৃপসুতাকে জিজ্ঞাসা করিল হে কুমারি তোমার যৌবন দশাতে কি কারণ সাংসারিক সুখ ভোগেতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছে এবং কি নিমিত্তেই বা পুরুষেতে অনিচ্ছা হইয়াছে। রাজকুমারী ইহা শুনিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন হে শশিলেখা আমি ইহার কারণ কহিব না এবং তুমিও পুনর্ব্বার আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিও না। শশিলেখা পুনশ্চ কহিল যে আমি তোমার পরিচারিকা ও সখী কেন তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিব তোমার কার্য্য দেখিয়া তোমার পিতা কোন প্রকারে প্রীতিযুক্ত হইতে পারেন না এবং তোমার মাতা সর্ব্বদা বিষণ্ণা থাকেন আর ভ্রমর কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট ঈষৎ ফুল্ল কমলের ন্যায় তোমাকে অতি কোমলা দেখিতেছি তুমি নিতান্ত অকর্ত্তব্য অথচ অপথ্য এমত কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছ ইহা দেখিয়া কোন লোক বিষণ্ণ না হইতেছে অর্থাৎ সকল লোক বিষাদ

যুক্ত হইয়াছে। অতএব তোমার কি দুঃখ তাহা কহ যদি তাহার ওপায় থাকে তবে সেই ওপায় করিব নতুবা সকলে মিলিত হইয়া ঐ দুঃখ সহ্য করিব পুন এক লোক যদি দুঃখ স্বীকার করিয়া বৃহদ্ভার বহন করে তবে তাহার অতি গুরুবোধ হয় এবং সেই ভার যদি অনেক লোক বহন করে তবে তাহারদের অতি লঘুবোধ হয় এই নিমিত্তে মনুষ্যেরা সকল দুঃখ মিত্রবর্গকে নিবেদন করেন হে সুভাষিনি তোমার পুরুষ পরিগ্রহ না করণের কারণ কি তাহা কহ। রাজকুমারী শশিলেখার বিনয়বাক্য শুনিয়া কহিতে লাগিলেন হে সখি শশিলেখা তুমি আমার প্রাণ তুল্য তোমাকে সকল কথাই কহিতে পারি আমার পুরুষ পরিগ্রহ না করণের কারণ শুন।—

পূর্ব্ব জন্মে আমি মৃগী ছিলাম এবং আমার স্বামী কৃষ্ণসার ছিলেন এক সময়ে আমি নূতন কুশাঙ্কুরেতে পরিপূর্ন এক ক্ষেত্রেতে চরিতেছিলাম আমার অনুরক্ত স্বামীও নিকটে ছিলেন হঠাৎ ব্যাধের জালেতে সেই স্থান বেষ্টিত হইল তখন আমি পূর্নগর্ভা অধিক গমনাগমন করিতে পারি না ব্যাধের জাল দেখিয়া স্বামিকে কহিলাম হে মৃগ তুমি ওল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ বট এই

জাল উল্লঙ্ঘন করিয়া শীঘ্র কোন স্থানে গিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করহ কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হওয়া অতি কঠিন পরে মৃগ পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াও আমাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না কেবল ব্যাধের শরে নষ্ট হইলেন কিন্তু মরণ সময়ে এক কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই। আমরা দুই জীব কামশাস্ত্রোক্ত বাসনাতে রহিত এবং কামকলাতে চতুর আর শিব পার্ব্বতীর ন্যায় উভয় প্রেমযুক্ত এই প্রকার আমারদিগের যে প্রেমসূত্র তাহা প্রাণান্তেও ছিন্ন হইল না। তাহার পরে আমিও ব্যাধের বাণেতে বিদ্ধ না হইয়া স্বামির শোকেতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব পাইলাম কিন্তু স্বামিতে আমার অধিক ভক্তি ছিল সেই পুণ্যেতে আমি জাতিস্মরা হইয়া রাজবংশে জন্মিয়াছি স্বামির সেই সকল গুণের নিমিত্তে এই জন্মেতেও কেবল সেই স্বামিকে স্মরণ করিতেছি কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহাকে পাইতে পারি না তথাপি অন্য পুরুষকে দেখিতেও ইচ্ছা করি না কি বিবাহ করিব। পক্ষিলেখা সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিল হে রাজপুত্রি এখন সেই পুরুষ কোথায় আছেন তুমি তাহা জানহ। রাজকুমারী কহিলেন আমি জাতিস্মরা হইয়া আপনার

পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারি কিন্তু আমার ভর্ত্তা কোথায় আছেন তাহা আমি জানিতে পারি না আর তিনি অন্য শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন আমি কি প্রকারেই বা তাঁহাকে চিনিতে পারিব এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়া রাজকুমারী উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শশিলেখা রাজকুমারীকে কহিলেন হে বুদ্ধিমতি রোদন করিও না সকল কর্ম্ম ঈশ্বরায়ত্ত যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে তবে তোমার স্বামী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবেন। পরে সেই স্ত্রী বেশধারী শশী মূলদেবের নিকটে আসিয়া রাজকুমারীর মনোগত বৃত্তান্ত কহিল এবং পুনর্ব্বার নৃপনন্দিনীর নিকটে গেল। ঐ মূলদেব চিত্রবিদ্যাতে অতি নিপুণ ছিল সে মিত্রের কথানুসারে এক পট চিত্র করিয়া তাহার এক দেশে সেই প্রকার জালে বদ্ধ মৃগীর ও মৃগের মূর্ত্তি লিখিয়া এবং দ্বিতীয় প্রদেশে রাজকুমারীর এবং আপনার আকৃতি লিখিয়া রাজবাটীতে গিয়া সেই পট রাজনন্দিনীকে দেখাইল। রাজকুমারী ঐ পট দেখিয়া এবং পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। শশিলেখা রাজকুমারীকে রোদন করিতে দেখিয়া কহিল হে কর্ত্রি তুমি কেন

ক্রন্দন করিতেছ স্থির হও । এই প্রকার কহিয়া চিত্রকরকে কহিল হে ধূর্ত্ত চিত্রকর তুই অতি দুরাত্মা আমার কর্ত্রীকে কি দেখাইলি তাহা দেখিয়া কর্ত্রীর মনেতে শোকসাগরের প্রবাহ উপস্থিত হইল । অনন্তর রাজকুমারী কহিলেন হে সখি তুমি এই পুরুষকে কোন দুর্ব্বাক্য কহিবা না ইনি আমার স্বামী । শশিলেখা উত্তর করিল যে কি প্রকার ইহা জানিব । নৃপসুতা কহিলেন এই চিত্রিত পটদ্বারা [illegible]চিত হইয়াছেন । শশিলেখা পুনর্ব্বার কহিল ধূর্ত্ত লোক চিত্র করিয়া কোন বস্তু দেখাইতে না পারে । পশ্চাৎ রাজকুমারী উত্তর করিলেন যে ধূর্ত্ত লোক যদি জানিতে পারে তবে চিত্র করিয়া সকলি দেখাইতে পারে কিন্তু আমার জন্মান্তরের কথা এই লোক কি রূপে জানিল । পরে শশিলেখা কহিল আপনি যদি অন্য কাহারো সাক্ষাৎ কথা কহিয়া থাক তবে এই লোক জানিতে পারে । অনন্তর রাজপুত্রী কহিলেন হে সখি তুমি আমার অতি প্রিয়তমা এই কারন তোমার নিকটে গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়াছি । তাহা শুনিয়া শশিলেখা নিবেদন করিল হে কর্ত্রি যদি তুমি এই কথা অন্য লোকের সাক্ষাৎকারে

না কহিয়া থাক এবং অন্য কেহ কোন প্রকারে না জানে এমত হয় তবে এই পুরুষ তোমার স্বামী হইতে পারে। তখন রাজপুত্রী কহিলেন হে সখি এই পুরুষ আমার স্বামী বটেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই তুমি আর কথা ন্তর উপস্থিত করিবা না। ইহা কহিয়া ঐ মূলদেবের অনেক সমাদর করিলেন এবং র[illegible]র নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা কন্যার বিবাহের সম্বাদ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া নৃত্য এবং গীত ও বা[illegible]রিয়া মূলদেবের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। মূলদেব চিত্রবিদ্যা প্রভাবে আপনার অভীষ্টলাভ করিল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন মহাদেব সৃষ্ট করিয়াছেন যে বৈদ্যক শাস্ত্র মনুষ্যেরা সেই শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়েতে যে কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে আর অন্য লোক চিত্রবিদ্যা ও গীতবিদ্যা এবং গ্রাম্য ভাষারচিত কবি[illegible] বিদ্যাদ্বারা ও সেই কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে। ইতি চিত্রবিদ্যাকথা সমাপ্তা।—

অথ গীতবিদ্যাকথা।—

যে লোক গীতবিদ্যা অভ্যাস করিয়া ঐ গান শ্রবণ ক

হইয়া সকল জীবকে আহ্লাদিত করিতে পারেন এবং সেই
হেতুক অর্থলাভ ও যশঃসঞ্চয় করিতে পারেন তিনি গীত
বিদ্যারূপে খ্যাত হন। তাহার উদাহরণ এই।—

গৌরক্ষ নগরে উদয়সিংহ নামে এক রাজা তিনি সকল
গুণবোদ্ধা এবং বিশেষজ্ঞ ও অতিশয় দাতা ছিলেন তন্নি
মিত্তে গুণিসমূহ তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কালযাপন
করে। এক সময়ে কলানিধি নামে এক গায়ক তীরভুক্তি
নামে রাজ্যহইতে আসিয়া ঐ রাজার নিকটে উপস্থিত
হইল। পরে রাজার দেবার্চ্চন সময়ে উত্তম গান করিয়া
রাজাকে ও সভাসদ লোক সকলকে সন্তুষ্ট করিল।
তাহাতে রাজা ঐ গায়ককে অনেক অর্থ দিয়া সম্মানিত
করিলেন। অনন্তর রাজার স্বদেশী গায়কেরা কলানি
ধির প্রশংসা ও অর্থলাভ শুনিয়া ক্রোধেতে কলানিধির
সহিত বিবাদ করিয়া কলানিধিকে অনেক দুর্ব্বাক্য কহিল
এবং রাজসমীপে গিয়া কহিল হে ভূপাল এই কলা
নিধি বিদেশীয় এই নিমিত্তেই কি গীত কলাতে অতি
নিপুণ হইতে পারে আপনি কি হেতু এই লোকের এত পুর
স্কার করিলেন এই লোক গীতবিদ্যাতে কুশল নয় যে
মত গুণি লোকের সংগ্রহ না করাতে রাজার অবিজ্ঞতা

প্রকাশ হয় তেমত মূর্খ লোকের সংগ্রহ করাতে রাজার অপ্রতিষ্ঠা হয়। নরপতি উত্তর করিলেন হে গায়কেরা এই কলানিধির গানেতে আমার অন্তঃকরণ বড় আর্দ্র হয় সেই কারণ আমি ইহার পুরস্কার করিয়াছি তোমরা কেন অনুভব বিরুদ্ধ কথা কহিতেছ যে এই লোক গুণী না। পশ্চাৎ গায়কেরা নিবেদন করিল হে মহারাজ যদি আপনি আমারদের কথা বিশ্বাস না করিলেন তবে সভা মধ্যে বসিয়া কলানিধির এবং আমারদিগের গীত বিদ্যার বিচার করুন। নরপতি কহিলেন হে কলানিধি তুমি ইহারদের বাক্যের উত্তর দেও। কলানিধি কহিল হে মহারাজ ইহারদিগের কথার উত্তর করিতে আমার ইচ্ছা হয় না এবং আমি যে উত্তমরূপে গান করি এমত সময়ও নাই যখন হরসিংহ রাজা গানের বিচারকর্ত্তা এবং শ্রোতা ছিলেন তখন উত্তমরূপে গান করিয়াছি এখন সে প্রকার গানবোদ্ধা লোক নাই এ কারণ উত্তম রূপে গান করিতে আমার ইচ্ছা নাই যেমত কোকিল বসন্ত সময় অতীত হইলে পঞ্চমস্বরে গান করে না আমিও হরসিংহ রাজার স্বর্গারোহণের পর বিচারকর্ত্তার অভাবে সম্প্রতি সেই প্রকার হইয়াছি কিন্তু যেমত দেবগণ

স্বর্গের সকল সম্বাদ জানেন সেই প্রকার মধুর স্বর সংযুক্ত এবং শ্রোতারদিগের অন্তঃকরণ আর্দ্র করে এমত যে গান তাহার সকল কলা আমি জানি আর ভূমণ্ডলের মধ্যে আমার সদৃশ গায়ক নাই। গায়কেরা এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে নরপতি এই লোকের মহাভিমান আপনি ইহা বিবেচনা করুন। রাজা উত্তর করিলেন সত্য তীরভুক্তীয় লোকেরা স্বভাবিক অহঙ্কারী হয়। পালিব কহিল হে নরপতি আমি অহঙ্কারী নহি কিন্তু যথার্থ নিবেদন করিয়াছি। ভাল আমি আপনার অগ্রে গান করিব এবং তোমার গায়কেরাও গান করিবেন কিন্তু সেই দুই গানের বিচার কে করিবে মহাদেব এবং হরসিংহ রাজা এই দুই জন গীতজ্ঞ গায়কারদিগের মধ্যে হরসিংহ রাজার মৃত্যু হইয়াছে এখন কেবল মহাদেব গীতজ্ঞ আছেন যদি তিনি এখানে আসিয়া গীতের বিচার করেন তবে আমি স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক উত্তমরূপে গান করিব। গায়কেরা রাজাকে কহিল হে মহারাজ আপনি বিবেচনা করুন সদাশিব পরমেশ্বর তিনি আমারদিগের অপ্রাপ্য ক[illegible] অতএব মধ্যস্থের অভাব হইল ইনি যদি অন্য মধ্যস্থ স্বীকার না করেন তবে তাহাতেই ইহার

পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশ হইবে। তখন কৃপানিধি বলিল যদি তোমরা এই প্রকার অনুভব করিতেছ তবে তোমরা কোনহ লোককে মধ্যস্থ কর তাহার অগ্রেই গান করিব। গায়কেরা উত্তর করিল যদি এতদ্দেশীয় কোন লোক মধ্যস্থ হয় তবে তুমি পশ্চাৎ কহিবা যে ইনি পক্ষপাত করিলেন তন্নিমিত্তে কহিতেছি যে হরিণেরা গানবোদ্ধা এবং তাহারা কাহারও পক্ষপাত করিবে না অতএব আমরা তাহারদিগের সম্মুখে গান করিব এবং ... সেই হরিণেরদের সাক্ষাৎ গান করিবা। সে কথা শুনিয়া কৃপানিধি উত্তর করিল যে হরিণেরা পশু বটে কিন্তু গীতরসলম্পট তাহারা গান মাত্রেতেই মগ্ন হয় যদি পশুরদিগকেই মধ্যস্থ করা তোমারদিগের পরামর্শ হইল তবে গো সকল মধ্যস্থ হউক। পরে সকলের অনুমতিতে গো সকল মধ্যস্থ হইল। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কহিলেন তবে এই ব্যবস্থা হউক যে তৃষার্ত্ত গো সকল জলপানোদ্যত হইয়া যাহার গান শুনিবা মাত্র জলপান ত্যাগ করিয়া সমুদায় গান শুনিবে সেই গায়ক প্রশংসনীয় হইবে। পশ্চাৎ ... প্রকার করিলে তৃষার্ত্ত গো সকল কৃপানিধির গান শুনিয়া জলপান ত্যাগ

করিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া গান শুনিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা কলানিধিকে ধন্য ২ করিতে লাগিলেন এবং রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ঐ গায়ককে অনেক ধন দিলেন। প্রবীণেরা কহিয়াছেন গীতবিদ্যাতে নিপুণ যে পুরুষ তিনি পশুপর্য্যন্ত সকল জীবকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন এবং যাঁহার গানবিদ্যা পশুর সন্তোষ জন্মায় সেই গীতবিদ্যা কোন লোকের সন্তোষ না জন্মায় আর ভক্তেরদিগের গানে ঈশ্বর যেমত সন্তুষ্ট হন তেমত অন্য কোন ব্যাপারে তুষ্ট হন না। ইতি গীতবিদ্যাকথা সমাপ্তা।—

অথ নৃত্যবিদ্যাকথা।—

গান অর্থাৎ স্বরযুক্ত বাক্যের উচ্চারণ এবং হস্ত পাদাদির সঞ্চালন ও শ্লোক আর তালসংযুক্ত বাদ্য ও সকল রস যিনি এই সকল বিদ্যায় নিপুণ হন এবং তিনি যদি সর্ব্বত্র এই সকল বিদ্যা প্রকাশ করিতে পারেন তবে তিনিই নৃত্যবিদ্যারূপে খ্যাত হন। ভরত পণ্ডিত কহিয়াছেন যে পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা ইন্দ্রের প্রার্থনাতে সকল বেদের সার আকর্ষণ করিয়া নাট্যবেদ নামে পঞ্চম বেদ সৃষ্ট

করিয়াছেন তাহার বিবরণ এই। যে ঋগ্বেদের সারগ্রহণ করিয়া গানের সৃষ্টি করিলেন এবং সামবেদের সারা কর্ষণ করিয়া শ্লোকের সৃষ্টি করিলেন ও যজুর্ব্বেদ সার লইয়া হস্ত পদাদি সঞ্চালনের নিয়ম করিলেন আর অথর্ব্ব বেদের সার লইয়া সকল রসের উৎপত্তি করিলেন। ইরূপে সকল বেদের সারেতে ব্রহ্মা নাট্যবেদের অর্থাৎ নৃত্যবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই নৃত্য দুই প্রকার লাস্য ও তাণ্ডব স্ত্রী লোকের যে নৃত্য তাহার নাম লাস্য এবং পুরুষের যে নৃত্য তাহার নাম তাণ্ডব। লাস্য দর্শনে পরমেশ্বরী সন্তুষ্টা হন এবং তাণ্ডব দর্শনেতে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। নৃত্য দর্শনেতে ঈশ্বরের সন্তোষ হয় এবং মনুষ্যেরও সন্তোষ হয় এই প্রযুক্ত নৃত্য অদৃষ্ট ফলক এবং দৃষ্টফলক হন আর নৃত্যবিদ্যা ধনিসমূহের লীলারূপা এবং সুখি লোকের ধৈর্য্যরূপা ও স্বচ্ছন্দচিত্ত যে পুরুষ সকল তাহারদিগের অভ্যাসযোগ্যা আর সকল জীবের চিত্ত স্থির করে আর যোগিরদিগের সংসার বাসনার বিরতি করে ও কাব্যরসেতে রসিক যে পুরুষেরা তাহারদের প্রীতি জন্মায় এবং কবিতাকর্ত্তা পণ্ডিতেরদিগের সুতং

কীর্ত্তি প্রকাশ করে অতএব নৃত্যবিদ্যা বিশ্বের উপকার করে তাহার বিবরণ ।

গৌ দশে লক্ষ্মণসেন নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার মন্ত্রির নাম উমাপতি এবং নটের নাম গন্ধর্ব্ব । এক সময়ে রাজার সকল কার্য্যাবসরে সেই নর্ত্তক স্নান করিয়া আপনার কপালে এবং কণ্ঠে চন্দনবিন্দু দিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল । মন্ত্রী উমাপতি ঐ নটকে দেখিয়া কৌতুকার্থে সংস্কৃত বাক্যের রীত্যনুসারে যে পরিহাস করিলেন তাহার বিবরণ এই । যে শব্দের উপরে এক বিন্দু থাকে অর্থাৎ অনুস্বার থাকে সে শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয় । মন্ত্রী নটের ললাটে চন্দনের এক বিন্দু দেখিয়া উপহাস করিলেন যে হে নট তোমার ললাটে এক বিন্দু দেখিতেছি অতএব তুমি কি ক্লীব নট ক্লীবলিঙ্গ নট শব্দের অর্থ মূর্খ । নর্ত্তক ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিল হে উমাপতিবির আমার কণ্ঠেতে আর এক চন্দন বিন্দু আছে অতএব আমি পুংনট পুংলিঙ্গ নট শব্দের অর্থ নর্ত্তক আর তদ্বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ । অতএব আমি নর্ত্তক বটি কিন্তু নৃত্যবিদ্যাতে সর্ব্বজ্ঞ ।

পতি মন্ত্রী নর্ত্তকের উত্তর শুনিয়া কোপ করিয়া কহি

লেন রে নটাধম তুই হার এবং আয়াজীব আমাকে এই প্রকার দুর্ব্বাক্য কহিলি তোর বিবেচনায় কি আমি ওমাপতিধর ওমাপতিধরের অর্থ এই ওমাপতি [illegible] দেব তাঁহাকে যে ধারণ করে অর্থাৎ বহন করে সে বৃষ তুই কি আমাকে বৃষ কহিলি। নট উত্তর করিল যে তুমি আমাকে প্রথমত ঐ রূপ পরিহাস করিয়াছ যেমত কঞ্চু শব্দের অর্থ বুঝ্যা কং শব্দের অর্থ মস্তক সেই প্রকার আমাকে ক্লীব নট কহিয়া মূর্খ কহিয়াছ আমি সেই কথার উত্তরের নিমিত্তে কহিয়াছি যে আমি পুং নট অর্থাৎ আমি নর্ত্তক অথচ সর্ব্বজ্ঞ। ওমাপতি মন্ত্রী ক্রোধ করিয়া কহিলেন যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও তবে ভবভূতি পণ্ডিতকৃত নাটক গ্রন্থের উত্তর ভাগে রামচন্দ্রচরিত্রের যে প্রকরণ আছে তাহাই নৃত্য করহ। নর্ত্তক উত্তর করিল ভাল সেই প্রকার নৃত্য করিব। রাজা কৌতুক দর্শনোৎসুক হইয়া সন্ন্যাসীর বেশ আনিয়া নটকে দিলেন। নর্ত্তক ঐ বেশ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় সাজি[illegible] আরম্ভ করিল। পরে সীতাকে স্পর্শ করিতে বাসনা করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া ভূমিতে পড়িল এবং [illegible] রামচন্দ্র জ্ঞান করিয়া সীতার [illegible]প্রাপ্তি [illegible] শোকে

ত্যাগ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইল। জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে নর্ত্তক আপনাকে রামচন্দ্র বোধ করিয়া প্রিয়ার বিরহেতে দুঃখিত হইয়া আপনার মনে এই সকল চিন্তা করিল যে সেই মহাবন এই এবং সেই বট বৃক্ষ এই আর সীতা আমার হৃদয় স্পর্শ করিতেছেন আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিলাম না নট মরন সময়ে এই রূপ আপনাকে রাম চন্দ্র জ্ঞান করিয়া মুনির ন্যায় মোক্ষপ্রাপ্ত হইল। ইতি নৃত্যবিদ্যাকথা সমাপ্তা।—

অথ ইন্দ্রজালবিদ্যাকথা।—

অপ্রকৃত বস্তুতে যে প্রকৃত ভাব দর্শন করান তাহার নাম ইন্দ্রজালবিদ্যা তাহাতে কুশল যে পুরুষ তাহার নাম ঐন্দ্র জালিক। তাহার উদাহরণ এই।—

শাল্মলী বনের নিকটে শঙ্করর নামে এক পণ্ডিত তিনি ইন্দ্রজালবিদ্যাতে নিপুণ ছিলেন এবং সময় বিশেষে রাজাদিগকে ইন্দ্রজালবিদ্যার কৌতুক দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতেন। সেই দেশের রাজার শ্বশুরের নাম দেবরাজ তিনি এক ও-সব সময়ে রাজাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ [illegible]। রাজা দেবরাজের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া ও

কৃতাহ্নিক হইয়া ক্ষুধার অসহি তাপযুক্ত পাক সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা না করিয়া দিবসের প্রথম প্রহরেতেই ভোজন করিবার নিমিত্তে ঘোটকারোহণ করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিলেন। দেবরাজ ঐ সম্বাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন যে রাজা আমার জামাতা ইনি পরম মান্য আমার গৃহে ভোজন করিতে আসিতেছেন কিন্তু আমার ঘরে এখন পর্য্যন্ত পাকারম্ভ হয় নাহি কি করিব। সেই সময় পক্ষবীর পণ্ডিত দেবরাজকে কহিলেন হে দেবরাজ তুমি কিছু ভয় করিও না তুমি কোন প্রকারে লজ্জা পাইবা না আমি রাজাকে আহ্বান করিতে যাইতেছি কিন্তু আমি পথেতে তাহাকে কৌতুক দর্শন করাইব যখন এখানে পাক সম্পন্ন হইবে তখন তিনি তোমার গৃহে আসিবেন। পশ্চাৎ পক্ষবীর পণ্ডিত পথেতে রাজার সম্মুখে ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে যেং ব্যাপার করিলেন তাহার বিবরণ এই। দুই বলবান মেষ তুল্য সামর্থ্যেতে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল সেই যুদ্ধের অবসানে দুই মল্ল অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। তাহারপর এক বক পক্ষির মুখ হইতে কথকগুলি সফরী মৎস্য নির্গত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িল সেই স্থানে অকস্মাৎ নদীপ্রবাহ আসিয়া

হইল তাহাতে ঐ মৎস্য সকল ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদনন্তর ... রের ভয়েতে এক মৃগ অতিদূরে পলায়ন করি[illegible]। রাজা পথমধ্যে এই সকল কৌতুক দেখিতে যে কাল[illegible]পন করিলেন তাহার মধ্যে দেবরাজের ঘরে অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। অনন্তর পক্ষধর পণ্ডিত রাজাকে আহ্বান করিলেন। রাজা শ্বশুরের গৃহে আসিয়া ভোজন করিলেন এবং ভোজনাবসানে আমি মিথ্যা মেঘ যুদ্ধাদি দর্শন করিয়াছি ইহা জানিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সেই ঐন্দ্রজালিক পক্ষধর পণ্ডিতকে নানারত্নাদি দানেতে সন্তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্রজালবিদ্যার ব্যাপার দেখিয়া ভূপতিরা নানারত্নদান করেন এবং পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট হন অতএব ইন্দ্রজালবিদ্যাতে কোন লোক চমৎকৃত না হন অর্থাৎ সকল লোক চমৎকৃত হন। ইতি ইন্দ্রজালবিদ্যাকথা সমাপ্তা।—

অথ পূজিতবিদ্যকথা।—

রাজারা যে বিদ্যার পূজা করেন অর্থাৎ যে প্রশস্ত বিদ্যা হেতুক ঐ বিদ্বানের পূজা করেন সেই বিদ্যাযুক্ত যে পুরুষ নাম পূজিতবিদ্য: তাহার বিবরণ এই।—

ধারা নগরীতে ভোজ নামে এক রাজা ছিলেন। কোন পণ্ডিত প্রাতঃকালে রাজার সভায় আসিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। হে ভোজরাজ তোমার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপিনী হইয়াছে তাহাতে সকল সমুদ্র ক্ষীরোদ সমুদ্রের ন্যায় হইয়াছে এবং সকল সর্প বাসুকির ন্যায় হইয়াছে ও পর্ব্বত সকল কৈলাসের মত হইয়াছে অর্থাৎ তোমার দানেতে সকলে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছেন কিন্তু আমার ভার্য্যার কাঁচের যেং অলঙ্কার সে সকল কেন মুক্তা না হইল। ভোজরাজ ঐ কবিতা শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ কবিরাজকে তুলাপরিমিত মুক্তা দান করিলেন। কবি সেই মুক্তা পাইয়া চরিতার্থ হইয়া গৃহে গেলেন লোক সকল ভোজরাজের সেই কীর্ত্তি অদ্যাপি গান করিতেছেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে রাজার পাণ্ডিত্য নাই তাঁহার রাজ্যেতে কি ফল এবং অদাতার পাণ্ডিত্যে কি প্রয়োজন ও দাতারদিগের সেই দানেতে কি ফল যাহাতে পণ্ডিতেরদিগের মর্য্যাদা না হয় অপর মহাকবিরদিগের কাব্যরূপা যে লতা সে কল্পবৃক্ষকে জয় করিবার বাসনাতে কোটিং বার স্বর্ণ ও রত্ন প্রসব করিতেছে কিন্তু সেই সকল ও দাতা ভোজরাজ

হয়ে এখন সেই কাব্যলতা কেবল শুষ্করূপ ফলপুষ্প করিতেছে। ইতি পরাজিতবিদ্যকথা সমাপ্তা।—

অথ অবসন্নবিদ্যকথা।—

রাজার অজ্ঞত্ব দোষেতে যে পুরুষের বিদ্যা অবসন্না হয় পণ্ডিতেরা সেই পুরুষের নাম অবসন্নবিদ্য করিয়া বলেন। তাহার ওদাহরণ এই।—

গঙ্গার দক্ষিণতীরে রাঢ়া নগরীতে নিরপেক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। এক সময়ে বাগ্বিলাস নামা এক পণ্ডিত তিনি দুর্ভাগ্যবশে রাজা এই শব্দমাত্রে লোভান্ধ হইয়া ঐ রাজার নগরে ওপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ রাজার প্রিয় মন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন হে বিচক্ষণ আমাকে রাজ দর্শন করাও। মন্ত্রী তাহা শুনিয়া ওত্তর করিলেন যে হে কবিরাজ এ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাতে তোমার কি ফল হইবে যে হেতুক তুমি কবি পরম মান্য এই রাজা অবিজ্ঞ অতএব আমি অনুভব করি যে তোমারদিগের দুই জনের পরস্পরালাপে কিছু সুখ হইবে না যে রাজার রাজ্য কেবল আপনার ভোগের নিমিত্তে হয় আর ... হার ওৎকৃষ্টতা না থাকে তবে সেই রাজার বীর্য্য

সঙ্গহীন হয় আমি এই বিবেচনা করি। কবি কহিলেন হে সচিব এই রাজা অজ্ঞ বটেন কিন্তু আমার কবিতা শুনিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন শুন নানারসযুক্ত যে উত্তম শব্দ তাহাতে এবং অর্থ আর গুণেতে ভূষিত এমত যে কবিতা তিনি কর্ণ হৃদয়বন্ত এমন কোন লোককে সন্তুষ্ট করিতে না পারেন অর্থাৎ যাহার কর্ণ আছে এবং মন আছে এমত সকল লোককেই সন্তুষ্ট করিতে পারেন। অপর শ্রোতা যদি কবির কাব্যেতে মনোযোগ না করেন তবে অপরাধী হন কিন্তু যদি কাব্যের দোষেতে শ্রোতা অপ্রসন্ন হইয়া কবিতাতে মনোযোগ না করেন তবে সেই দোষ কাব্যকর্তার হয় আরও কহিতেছি শ্রোতব্য যে অমৃততুল্য বাক্য তাহা শুনিয়া যে লোক সন্তুষ্ট না হয় সেই লোক বৃষতুল্য আমি বুঝি সে কেবল ঘাস গ্রাসেতেই সন্তুষ্ট হয়। মন্ত্রী কহিলেন যে লোক কিছু শুনে না এবং বুঝে না আর বুঝিলেও কিছু দেয় না পণ্ডিত লোক তাহাকে কাব্য শুনাইয়া কি লাভ করিবেন। অতএব কহি যে আপনি এই রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। ঐ পণ্ডিত পুনশ্চ কহিলেন হে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ আমার কবিতা কর্ণ পথে প্রবেশ করিয়া যাহার হৃদয় ...

এমন লোক অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকল লোকের হৃদয় আর্দ্র
কর অতএব আমি অবশ্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব।
অনন্তর মন্ত্রী নানা প্রকার যত্ন করিয়া ঐ কবিরাজকে
রাজার নিকটে উপস্থিত করিলেন। ঐ পণ্ডিত রাজাকে
দেখিয়া যে কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই হে
রাজন্ তুমি যে২ যুদ্ধ করিয়াছ তাহাতে তোমার শত্রু
সকল যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছে সম্প্রতি
তাহারদের সহিত বিবাহবাসনাতে মদনোৎসব সং
যুক্তা যে দেবকন্যা সকল তাঁহারা সর্ব্বদা ইন্দ্রের পুরদ্বারে
তোমার খড়্গলতার ন [illegible] ন্যায় ও সংগ্রাম সাগ
রের ফেনের ন্যায় যে তোমার শুভ্র যশ তাহার প্রশংসা
করিতেছেন তাহার কারণ এই যে তুমি যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণ
নষ্ট করিয়াছ সেই শত্রুগণ সংগ্রামে মরিয়া দেবত্ব পাই
য়াছে এবং সেই দেবতারদিগের সহিত অনেক দেবকন্যার
দের বিবাহপ্রসঙ্গ হইয়াছে অতএব ঐ দেবকন্যারদিগের
বিবাহ হওনের কারণ তুমি হইয়াছ এপ্রযুক্ত সেই দেবকন্যা
। তোমার যশঃ প্রশংসা করিতেছেন। রাজা ঐ কবিতা
শুনিয়া কহিলেন হে মন্ত্রী এই লোক পক্ষির কোলাহলের